২১ জুলাই, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠেয় সাংবাদিক সম্মেলন
গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

সময় ঃ ১২ঃ৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ কনফারেন্স হল

বর্তমান অর্থবছরের (২০১০-১১) জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কৃষি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করতেই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে । বিগত অর্থবছরে (২০০৯-১০) কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা যে সমস্ত নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি তা সফল করার জন্যে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ আমাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন সে জন্যে আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে আপনাদের অবদানকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ।

০২। আপনারা সবাই জানেন কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি । কৃষিতে ভালো পারফরমেন্সের কারণেই আমরা বিশ্ব আর্থিক মন্দা ভালোভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি । সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে এ যাবত কালের সর্বোচ্চ ১১,৫০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা ছিল পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২৩ শতাংশ বেশি । উল্লেখিত সময়ে ১১,১১৭ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। প্রথমবারের মতো বর্গাচাষিদের ঋণ প্রদানের জন্যে ৫০০ কোটি টাকার একটি নতুন স্কীম চালু করা হয়েছে । জুন ২০১০ পর্যন্ত উক্ত চাষিদের জন্যে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল । সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক (১৮ জুলাই ২০১০) প্রায় ৭৩ হাজার বর্গাচাষিকে ৮২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে । একটি বেসরকারি সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ভাবনীমূলক এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ দেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত কৃষককূলকে আর্থিক সেবায় যুক্ত করা একটি বড় ধরনের অগ্রগতি বলে আমরা মনে করি । এছাড়া, বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকগুলো ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গাচাষিকে প্রায় ৪২২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে। খাতওয়ারী ঋণ বিতরণের চিত্র আপনাদের অবগতির জন্যে এতদ্‌সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে **(সংযোজনী 'ক')**।

গত অর্থবছরে কৃষির সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ঋণ বিতরণের প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্যে আমি নিজে দেশের অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি । এ সময়ে আপনাদের অনেকেই আমার সঙ্গে ছিলেন । সর্বশেষ গত ১৭ জুলাই তারিখে আমরা উপকূলীয় জেলা বরগুনায় কৃষি কাজে সোলার ইরিগেশন সিস্টেমের উদ্বোধন ও কয়েকটি ব্যাংকের মাইক্রোবেজড্ এগ্রোক্রেডিট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্যে গিয়েছিলাম । এই কর্মসূচিতেও আপনাদের কয়েকজন আমার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদগুলোকে উন্নয়নের মূলধারায় সংযুক্ত করার জন্যে আপনাদের এ সহযোগিতাকে আমি সাধুবাদ জানাই ।

০৩। এবার আসি বর্তমান অর্থবছরের কৃষি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বিষয়ে । এবারের কর্মসূচিটি পূর্বের চেয়ে অনেক বিস্তৃত । নতুন কৃষি ঋণ নীতিমালায় যে সমস্ত বিষয়গুলোর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

ক) চলতি অর্থবছরে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের প্রায় ৯.৫% এবং বিগত (২০০৯-১০) অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৯.৬% বেশি ।

খ) কৃষি ঋণ সহজে বিতরণের জন্যে আবেদন ফরম সহজীকরণ, ঋণের sanction ও disbursement এর মধ্যে time gap কমানো, শস্য ঋণের ক্ষেত্রে কোন চার্জ/প্রসেসিং ফি না নেয়া, স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কৃষকদের ব্যাংক একাউন্টে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে ।

গ) কৃষি ঋণ বিতরণের জন্যে নতুন নতুন ক্ষেত্র বা খাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যেমন- কমলা, আগর, স্ট্রবেরি, পান, মধু চাষ ইত্যাদি খাতে ঋণ দেয়ার পাশাপাশি টিস্যু কালচার, উচ্চমূল্য ফসল ইত্যাদি খাতে ঋণ দেয়ার জন্যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী কর্তৃক সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পাট চাষের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে । পাট চাষের ক্ষেত্রে এই যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাতে প্রণোদনা দেয়ার জন্যেও সরকার চেষ্টা করছে । প্রণীত কৃষি ঋণ নীতিমালাতেও পাট চাষের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । বাংলাদেশে এখনো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম অয়েলের চাষ শুরু হয়নি তবে, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ২৭টি জেলা/এলাকায় পাম চাষ করা সম্ভব । ইতোমধ্যে কোন কোন এলাকায় পাম গাছ রোপণ করা হয়েছে । ফলে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষকগণকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম চাষে আগ্রহী করার জন্যে নীতিমালায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

ঘ) দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় আমদানি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে । এ ধরনের আমদানি-নির্ভর ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার ঘোষিত রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও প্রচারের অভাবে এ খাতে যথেষ্ট ঋণ বিতরণ হয়নি । বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের প্রচারণা বৃদ্ধির ফলে বিগত অর্থবছরে এ খাতে ১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে । নতুন নীতিমালায় রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । উপরন্তু, এ খাতে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকগুলো যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় তার সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে । আশা করি এ খাতে আগ্রহী কৃষকদের মাঝে বর্তমান বছরে বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে ।

ঙ) কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অথবা ডিজেল অপরিহার্য জ্বালানী । কিন্তু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে সরকারের ত্বরিৎ এবং বিভিন্ন মেয়াদি নানামুখি উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও এ সমস্ত উদ্যোগের সফলতা পেতে আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন । এছাড়া, জ্বালানী হিসেবে ডিজেলের উচ্চমূল্যের বিষয়টিও আপনাদের সকলের জানা রয়েছে । পক্ষান্তরে, সৌর শক্তির মাধ্যমে সেচ প্রদানের এ ব্যবস্থা একদিকে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাহিদা চাপ লাঘব করবে এবং সৌরশক্তি নির্ভর সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থিত পানি বা surface water ব্যবহার করা হবে বলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে । সে জন্যে সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদানের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায় । ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা ব্যয় সাশ্রয়ী । বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলায় এখনও এক ফসলি জমিই বেশি বলে এই সেচ পদ্ধতি অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস ।

চ) কৃষি ঋণ কার্যক্রম তদারকির জন্যে গত বছর আমরা তিন স্তরবিশিষ্ট (কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, শাখা অফিসগুলো ও ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়) **মনিটরিং ব্যবস্থা** চালু করেছিলাম । আপনারা জানেন কৃষি ঋণ মনিটরিং এর জন্যে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা কৃষি ঋণ কমিটি বিদ্যমান রয়েছে । উল্লিখিত মনিটরিং ব্যবস্থা ছাড়াও এ বছর জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং জোরদার করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে । জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে এ বছর থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে ।

ছ) কৃষি ঋণ কেবলমাত্র বিতরণ করলেই হবে না এ খাতে তারল্য প্রবাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে **ঋণ আদায়ের** প্রতিও নতুন নীতিমালায় বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ।

জ) কৃষি ও কৃষি সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত নারীদেরকে এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদানের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

ঝ) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বা climate change এর ফলে কৃষিতে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার জন্যে আলোচ্য নীতিমালায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

০৪। সম্প্রতি প্রণীত ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনায় অধিকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্যে আমরা কৃষি ও এসএমই এর মতো খাতগুলোতে অধিক ঋণ সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি । গত ১৯ জুলাই তারিখে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত মুদ্রানীতি ভঙ্গিতে মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্তি প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের অংশ হিসেবে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন বজায় জোরদার করার কথা বলা হয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির এই ভঙ্গিটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্যে একটু আগে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় আমি আহ্বান করেছি । আশা করি, চলতি অর্থবছরেও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়নের জন্যে কৃষি ও এসএমই এর ন্যায় খাতগুলোতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে আপনারা সক্রিয় সহযোগিতা করবেন ।

ধন্যবাদ ।

সংযোজনী 'ক'

অর্থবছর ২০০৯-১০ এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

মোট লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	বিতরণ (কোটি টাকায়)	অর্জন
১১,৫১২	১১,১১৭	৯৭%

খাত/বিষয়	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
বোরো	৪৭২,৭০৭	৯২০
মৎস্য	১২৫,৪০৫	৫৪৬
পোলট্রি	৪৩,৩৯২	৩৪১
রিভলভিং ক্রপ ক্রেডিট	১৮১,৫২০	৫৫৫
বর্গাচাষি	৩৬৯,৭৯৭	৪২২
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি	১,৭২৯,৩৫২	৪,৭৬৫
সফল কৃষককে প্রদত্ত কৃষি ঋণ	৩৫১১	১৫
প্রকাশ্যে ঋণ বিতরন	২২৪,১৭৮	৩৮৩
মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের প্রদত্ত কৃষি/পল্লী ঋণ	৪৪৫,৬৫৯	১,১২৩
উপজাতীয় কৃষকদের প্রদত্ত কৃষি/পল্লী ঋণ	১২,৩৪২	১৮
২% রেয়াতী হারে প্রদত্ত ঋণ	৬,০১৯	১২
উচ্চমূল্য ফসল খাতে প্রদত্ত ঋণ	-	৪০
চর,হাওড় প্রভৃতি অঞ্চলের উপেক্ষিত কৃষকদের প্রদত্ত ঋণ	১৩৩০	৪.৩৮
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে প্রদত্ত ঋণ	-	০.৫৩
*বর্গাচাষি (৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত)	৬৭,৫৭১	৭৫
*বর্গাচাষি (১৮/০৭/২০১০ পর্যন্ত)	৭২,৭৩৭	৮২

* একটি এনজিও এর মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ